University of Calcutta

সাম্মানিক সংস্কৃত বর্ত্তিকা

Semester II

CC-03

Section 'A' *Śukanāsopadeśa*

Section 'B' ***Rājavāhanacaritam***

Section 'C' Origin and development of prose, Important prose romances and fables

CC-04

Self Management in the Gītā

সম্পাদক

জনেশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, ভারতগৌরব, এম.এ., পি.এইচ্. ডি.

সংস্কৃত বিভাগ, এগরা সারদা-শশিভূষণ কলেজ, পো ঃ এগরা, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর।

রঘুবংশম্ (প্রথমঃ সর্গঃ), শিশুপালবধম্ (প্রথমঃ সর্গঃ), সংস্কৃত সাহিত্য মঞ্জুষা, সংস্কৃত সাহিত্য সহচর, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, অর্থশাস্ত্রম্, ধর্মশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, রাজবাহনচরিতম্, শ্রীমদ্ভবগদ্গীতা, সাহিত্যদর্পণ (ষষ্ঠ),অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক ও লেখক।

অধ্যাপক শ্রী যদুপতি ত্রিপাঠী প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, যোগদা সৎসঙ্গ পালপাড়া মহাবিদ্যালয়, [ঈশোপনিষদ, তর্কসংগ্রহঃ, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (ব্যবহারাধ্যায়ঃ), কাদম্বরী (শুকনাসোপদেশঃ), কিরাতার্জুনীয়ম্, (প্রথমসর্গঃ), ভট্টিকাব্যম্ (দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ), অর্থশাস্ত্রম্, স্বপ্নবাসবদত্তম্, মহাভারতম্ বনপর্বঃ (২৬৭ অধ্যায়ঃ), ভারতীয় দর্শন পরিচয়, শ্রী শ্রী চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক ও লেখক।]

বি. এন্.পাব্লিকেশন্

৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা -৭০০০৭৩

চলভাষ ঃ ৭০০১৯৯৫৮৩৫

সূচীপত্র

১। মুখবন্ধ ৭-১০
২। একনজরে কাদম্বরী ১১-১২
৩। কাদম্বরীর চরিত্র ও তাদের জন্মবৃত্তান্ত ১২-১৬
৪। মহাকবি বাণভট্টের জীবনী ১৭
৫। বাণের রচনা ১৮
৬। বাণের আবির্ভাব কাল ১৯
৭। হর্ষচরিতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২০
৮। কাদম্বরীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২০
৯। গদ্যকাব্যের ক্রমবিকাশ ও কাদম্বরীর স্থান নির্ণয় ২৪
১০। কাদম্বরী কি জাতীয় রচনা ঃ কথা না আখ্যায়িকা ২৫
১১। বাণভট্টের রচনাশৈলী ২৮
১২। কাদম্বরী নামকরণ ও অর্থবৈচিত্র্য ৩২
১৩। শুকনাসোপদেশের বৈশিষ্ট্য ৩২
১৪। বাণপ্রশস্তিঃ ৩৩
১৫। মূল অংশ, সন্ধিবিহীনপাঠ, শব্দার্থ বঙ্গানুবাদ, বাংলায় আলোচনা, সংস্কৃতে আলোচনা, পরীক্ষা উপযোগী সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বাংলা ব্যাখ্যা ৩৫-১৬৩
১৬। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (বাংলায়) ১৬৪-১৭৫
১৭। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (সংস্কৃতে) ১৭৬-১৯০
১৮। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (বাংলায়) ১৯১-১৯৭
১৯। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (সংস্কৃতে) ১৯৮-২০৮

মুখবন্ধ

কবির কর্মকে সাধারণভাবে আমরা কাব্য বলে থাকি। জন্মের দ্বারা প্রাপ্ত প্রতিভা, কখনো কবির প্রযত্ন বা ব্যুৎপত্তি, কখনো বা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন বা অভ্যাস, এইগুলি কাব্যের কারণ হয়ে থাকে। কোন আলংকারিক কেবলমাত্র প্রতিভাকেই কাব্যের কারণ বলে থাকেন। যেমন সপ্তদশ শতকের আলংকারিক জগন্নাথ বলেছেন—

"তস্য কারণং কবিগতা কেবলা প্রতিভা"।

সপ্তম শতকের আলংকারিক দণ্ডীও কাব্যাদর্শে অনুরূপ উক্তিই করেছেন—

নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতঞ্চ বহুনির্মলম্।
অমন্দশ্চাভিযোগোঽস্যাঃ কারণং কাব্যসম্পদঃ।।

অনেক আলংকারিক প্রতিভা শব্দ ব্যবহার না করে শক্তি শব্দ প্রয়োগ করেছেন এবং তাকেই কাব্যের কারণরূপে স্বীকার করেছেন। যেমন যাযাবর রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে বলেছেন—

"সমাধিঃ তু আন্তরপ্রযত্নঃ বাহ্যস্ত্বভ্যাসঃ, তাবুভাবপি শক্তিমুদ্‌ভাসতঃ, সা কেবলং কাব্যে হেতু ইতি যাযাবরীয়ঃ"। আচার্য মম্মট শক্তি শব্দ ব্যবহার করলেও তিনি শক্তি, নিপুণতা এবং অভ্যাসের সম্মেলনকে একত্রে কাব্যের কারণ বলেছেন—

"শক্তির্নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ।
কাব্যজ্ঞশিক্ষায়াভ্যাস ইতি হেতুস্তদুদ্ভবে।।"

এই কাব্যের কারণ নিয়ে আলংকারিকদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। এখন মনে প্রশ্ন আসে কাব্য কী? কাব্যের লক্ষণ প্রদান করতে গিয়েও আলংকারিকদের মতের বৈষম্য দেখা যায়। কাব্যের শরীর কী দিয়ে গঠিত হবে? শুধু শব্দ না শব্দ ও অর্থ দুই-ই দিয়ে। বেশীরভাগ আলংকারিক শব্দার্থকেই কাব্যের অবয়ব রূপে স্বীকার করেন। যেমন ভামহ বলেছেন—

'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'

রাজানক কুন্তকাচার্য বক্রোক্তিজীবিত-এ বলেছেন—

শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনী।
বন্ধে ব্যবস্থিতং কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণী।।

এই বিষয়ে মম্মটাচার্য কাব্যপ্রকাশে বলেছেন—

"তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি।"

রসগঙ্গাধরকার পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ শুধুমাত্র শব্দকেই কাব্যের শরীররূপে স্বীকার করে বলেছেন—

"রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্"।

দণ্ডীর উক্তির মধ্যেও জগন্নাথের উক্তির সাদৃশ্য পাওয়া যায়—

"শরীরং তাবদিষ্টার্থঃ ব্যবচ্ছিন্না পদাবলী"।

এতো গেল শরীরের কথা। কাব্যের আত্মা অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েও